শারদীয়

ফ্যানটাসটিক

১৩৮২

কল্পলোকের গল্পপত্রিকা

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস যৌথ প্রয়াস

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

জুল ভের্নের ৪টি বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস

(বাংলায় প্রথম : অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত)

পৃথিবী ডুবে গেল! ◉ ৯
ঝুলন্ত পল্লি ◉ ২৭
ধুমকেতুর পিঠে চড়ে ◉ ৬৯
কামান কারখানার রহস্য ◉ ১০২

দ্বিতীয় খণ্ড

১টি বিজ্ঞানভিত্তিক সাসপেন্স উপন্যাস

সমরজিৎ কর ◉ ভুল ◉ ২৫৫

৪টি গায়ে কাঁটা দেওয়া অতিপ্রাকৃত গল্প

সত্যজিৎ রায় ◉ বাদুড় বিভীষিকা ◉ ১৯১

মনোজ বসু ◉ ভূত দেখা ◉ ২০১
লীলা মজুমদার ◉ ছায়া ◉ ২৮০
ডা. নির্মল সরকার ◉ ফিরে আসি ◉ ৩২০

১টি উপন্যাসোপম ফ্যানটাসটিক কাহিনি

অদ্রীশ বর্ধন ◉ পুষ্পক রথের দেশে ◉ ২০৫
(দানিকেন তত্ত্বের ভিত্তিতে)

৪টি বিজ্ঞান-সুবাসিত অদ্ভুত গল্প

রণেন ঘোষ ◉ ক্যাকটাস ◉ ২৩৯
বীরু চট্টোপাধ্যায় ◉ জ্যোর্তিময় গোরু ◉ ২২৬
অমিতানন্দ দাশ ◉ ভালোবাসা কারে কয় ◉ ২৮৮
নিরঞ্জন সিংহ ◉ উত্তরণ ◉ ২৯৬

২টি বিশেষ রচনা

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি ◉ ভূমিকা ◉ ৩০৯
ড. দিলীপ মালাকার ◉ ফ্লাইং সসারস কি মহাকাশযান? ◉ ৩১৬

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, প্রাচীরপত্র
সত্যজিৎ রায়, চন্দ্রনাথ দে, শোভন সোম, শ্যামল সেন, পরিমল চৌধুরী, অনিরুদ্ধ

সম্পাদক: অদ্রীশ বর্ধন, **সহযোগী:** রণেন ঘোষ
বিজ্ঞান সম্পাদক: অমিতানন্দ দাশ

পৃষ্ঠপোষক
সত্যজিৎ রায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, প্রদীপ ব্যানার্জী

উপদেষ্টা: প্রেমেন্দ্র মিত্র ◉ **পাশে থেকেছেন:** ময়ূখ বসু

পৃথিবী ডুবে গেল!

[ইটারনাল অ্যাডাম]

[জুল ভের্নের শেষ গল্প নাকি এইটাই। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। চোখে ছানি। নিজে লিখতে পারেননি। মুখে বলে গিয়েছিলেন, অন্যে লিখে নিয়েছিল।

রোমাঞ্চকর এই কাহিনিতে পৃথিবীর ডুবে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়েছেন ভের্ন। ভীষণ জল-প্লাবনে ভেসে গেল স্থলভাগ। কলিযুগ যেন ফুরিয়ে গেল। ঠিক যেভাবে আটলান্টিস তলিয়ে গিয়েছে, সেভাবেই ফের সব ক-টা মহাদেশকে ভাসিয়ে দিল জলের দেবতা।

কিন্তু সেই কি শেষ? আবার এল আদম, এল ইভ। সৃষ্টি হল নতুন মানব-মানবী। আধুনিক সায়েন্স ফিকশনের জনক হয়েও ভের্ন কিন্তু এই অকস্মাৎ মহাপ্লাবনের কোনো ব্যাখ্যা দেননি। অথচ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একটা ছিল। যেমন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

ব্রিটিশরা কিন্তু খুব খুশি এই গল্প পড়ে। প্রায় সব গল্পেই তাদের মুণ্ডপাত করেছেন ভের্ন—এই গল্প ছাড়া।]

দু-হাত পেছনে দিয়ে একা-একা পায়চারি করছেন জারটগ। মাথার মধ্যে চিন্তার তুফান। চিন্তা মানুষ জাতটার অতীত নিয়ে।

ধাঁধায় পড়েছেন জারটগ। ভদ্রলোক মহাবিদ্বান। পৃথিবীর ইতিহাসটা গুলে খেয়েছেন। অনেক কিছুই জানেন। তবুও অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারছেন না।

তিনি যে সময়ের মানুষ, তার ইতিহাসটা তিনি জানেন। আট হাজার বছরের ইতিহাস। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের নিজেদের মধ্যে মারপিটের ইতিহাস। অল্প জায়গায় বেশি মানুষের গাদাগাদি হলে যা হয় আর কি।

এ যুগের হিসেবে বার্লিন থেকে কেপ হর্ন পর্যন্ত সামান্য এক চিলতে জায়গায় গত আট হাজার বছর ধরে কম লড়াই হয়নি। ডাঙা বলতে তো ওইটুকুই। আর নেই। বাকিটা শুধু জল। সমুদ্র জুড়ে রয়েছে গোটা পৃথিবীকে।

তাই আট হাজার বছরের ইতিহাসে কেবল রক্ত ঝরার অজস্র কাহিনি। জারটগ যে সাম্রাজ্যের নাগরিক, তার একশো পঁচানব্বইতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল অবশ্য এই সেদিন। সাম্রাজ্যের নামটিও বড়ো অদ্ভুত। 'চার সমুদ্রের দেশ'। মানে,

ঝুলন্ত পল্লি

[ভিলেজ ইন দ্য ট্রি-টপস]

[ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে তখন পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন মতের ঝড় বইছে। জুল ভের্ন ধর্মভীরু বিজ্ঞান-সচেতন। তাই আশ্চর্য তত্ত্বকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। লিখলেন অত্যাশ্চর্য এই কাহিনি। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাঠক-পাঠিকার ওপর—নিজে কিছু বললেন না।

নরবানর সরাসরি নর হয়নি। মাঝে আর একটা ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া সেই প্রজাতি-রহস্য নিয়েই লেখা হয়েছে চাঞ্চল্যকর এই উপাখ্যান।]

[হাতির দাঁতের খোঁজে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েছিল দুজন ইউরোপীয়... হাতির তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়ল অজ্ঞাত এক অরণ্যে... গভীর রাতে সেখানকার গাছের আগায় আর তলায় রহস্যজনক আলো নাচানাচি করে... বানর-শিশু মানুষের ভাষায় মা-কে ডাকে... আশ্চর্য আলো সারাদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়... রাত হলে মিলিয়ে যায়... গহন অরণ্যে! এ-কোন রহস্যের পেছন ধেয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা?]

১।। অনেক পথ পেরিয়ে

মস্ত পাথরে চাকা লাগতেই লাফিয়ে উঠল চার চাকার গাড়িটা। ছ-টা ষাঁড় একটু থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই হ্যাঁচকা টানে গাড্ডা থেকে তুলে আনল গাড়ির চাকা। ফের গাড়ি চলল সামনে।

এইভাবেই চলছে গত তিন মাস ধরে। যেতে হবে আরও ন-দশ সপ্তাহ। গাড়িটা অত্যন্ত মজবুত। কাঠের তৈরি। পাশের দিকে ঘুলঘুলির মতো জানলা। পেছনে দরজা। দুটো কামরা গাড়ির মধ্যে। সামনের কামরায় রয়েছে উর্দা—পর্তুগীজ বেনিয়া। পঞ্চাশ বছরের শক্ত সমর্থ প্রৌঢ়। আর আছে খামিশ। পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান নিগ্রো। ঝোপঝাড় কেটে পথ সাফ করে।

পেছনের কামরায় বকর বকর করছে পঁচিশ বছরের দুজন নওজোয়ান। একজন আমেরিকান। নাম, জন কর্ট। আরেকজন ফরাসি। নাম ম্যাক্স হিউবার।

ধুমকেতুর পিঠে চড়ে

[অফ অন আ কমেট]

(জুল ভের্নের একমাত্র সত্যিকারের গ্রহে গ্রহে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি)

[আচম্বিতে পৃথিবীর একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহাশূন্যের বুক চিরে উড়ে গেল বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডটি অজানার পথে... সেইসঙ্গে ক'জন মানুষ।]

ক্যাপ্টেন হেক্টর সারভাদাক জাতে ফরাসি। ফরাসি সামরিক বাহিনীর অফিসার তিনি। অ্যালজিরিয়ার মোস্টাগানেমে থাকার সময়ে মহিলাঘটিত একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লেন।

মহিলাটির নাম ম্যাডাম দ্য এল। খানদানী মহলের মহিলা। সুন্দরী। সুতরাং তাঁকে বিয়ে করার জন্যে সুপাত্রের অভাব ছিল না।

যুগ-যুগ ধরে দেখা গেছে যত অনর্থের মূল হল সুন্দরী মেয়েরা। ম্যাডাম দ্য এল-ও তাঁর রূপের মায়াজাল বিছিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরে টেনে নিয়ে এলেন সম্ভ্রান্ত দুজন পুরুষকে। এদের একজন ক্যাপ্টেন সারভাদাক। অপরজন কাউন্ট টিমাসচেফ।

দুজনেই সুপুরুষ বীর। দুজনেই জেদ ধরেছেন ম্যাডাম দ্য এল-কে বিয়ে করার জন্যে। এখন, একজন পিছিয়ে না গেলেই নয়। একদিন সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনকে সেই অনুরোধ করলেন কাউন্ট।

দূরে ক্যাপ্টেনের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর আর্দালি বেন জুফ। সাগরের নীল জলে দুলতে লাগল কাউন্টের পালতোলা জাহাজ ডোব্রিয়ানা।

কাউন্টের সনির্বন্ধ অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন ক্যাপ্টেন। ম্যাডাম দ্য এল-কে তিনি বিয়ে করবেন-ই।

বললেন—"কাউন্টি টিমাসচেফ, আমি দুঃখিত। দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাকে রুখতে পারবে না—ম্যাডাম এল-এর পাণিগ্রহণ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

চেয়ে রইলেন কাউন্ট। ধীর কণ্ঠে বললেন—"তাহলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমস্যার সমাধান করে নেওয়া যাক। দেখি, তরবারির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি মত পালটান কিনা।"

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান? তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন ক্যাপ্টেন।

বললেন—"বেশ, আগামীকাল পয়লা জানুয়ারি সকাল নটায় চলে আসুন শেলিফ নদীর কাছে পাহাড়ের ওপর।"

কামান কারখানার রহস্য

[বেগম'স ফরচুন]

মুখবন্ধ

এইচ জি ওয়েলস বলেছেন—"জুল ভের্ন অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। "বেগম'স ফরচুন" উপন্যাসে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা শুধু আশ্চর্য নয়—"অত্যাশ্চর্য!"

ভের্নই বোধ করি প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃত্রিম উপগ্রহ কল্পনায় আনতে পেরেছেন, নিক্ষেপক যে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে—তাও বলেছেন। দূরপাল্লার কামানে গ্যাস-বোমা আর আগুন-বোমা বৃষ্টির ভয়াবহ বিপদ তিনিই প্রথম দিব্যচোখে দেখেছেন এবং নেভাবার জন্য নাগরিক প্রস্তুতি কীরকম হওয়া উচিত, তাও বলেছেন। উনি একথাও বলেছেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধ পুরোপুরি যান্ত্রিক যুদ্ধ হবে।

এ তো গেল কেবল অস্ত্রের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি বিস্ময়কর। জার্মান জাতটা যে ভবিষ্যতে সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববাসীকে পদানত করতে চাইবে, পলিটিক্যাল পুলিশ অধ্যুষিত একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটবে এবং জনগণের জীবনধারা পর্যন্ত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে—এ ভবিষ্যদ্বাণীও তার। মূল ফরাসি বইটিতে হের সুলৎসের যে ছবি আঁকা হয়েছিল, তা যেন গোঁফ বাদ দেওয়া বিসমার্কের প্রতিকৃতি।

নগর পরিকল্পনায় আধুনিক স্থপতিদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন ভের্ন। ফ্রাঙ্কভিলকে ধোঁয়ামুক্ত রাখার জন্যে উনি যে বিশেষ ফার্নেসের কথা ভেবেছেন—যা দিয়ে ধাতুও ঢালাই করা যাবে—তা আজও সম্ভব হয়নি।

কৌতূহলোদ্দীপক এই সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসে ভের্ন দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান রামরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে, বিজ্ঞান রামরাজ্য সংহার করতে পারে।

১০৩ বছর আগেই ভের্ন আঁচ করেছিলেন, এই শতাব্দীতে সংঘাত লাগবে; গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের, চারুশিল্পের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার—এমনকি কল্পনা করেছেন স্পেস স্যাটেলাইটকেও!

'দি বেগম'স ফরচুন' লেখা হয় ১৮৯৭ সালে।

বাদুড় জিনিসটা আমার মোটেই ধাতে সয় না। আমার ভবানীপুরের ফ্ল্যাটের ঘরে মাঝে মাঝে যখন সন্ধের দিকে জানলার গরাদ দিয়ে নিঃশব্দে এক-একটা চামচিকে ঢুকে পড়ে, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। বিশেষত গ্রীষ্মকালে যখন পাখা ঘোরে, তখন যদি চামচিকে ঢুকে মাথার উপরই বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে আর খালি মনে হয় এই বুঝি ব্লেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে ছটফট শুরু করবে, তখন যেন আমি একেবারে দিশেহারা বোধ করি। প্রায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। আর আমার চাকর বিনোদকে বলি, ওটাকে তাড়াবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। একবার তো বিনোদ আমার ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের এক বাড়িতে একটা চামচিকে মেরেই ফেলল। সত্যি বলতে কি, কেবলমাত্র যে অসোয়াস্তি হয় তা নয়; তার সঙ্গে যেন একটা আতঙ্কের ভাবও মেশানো থাকে। বাদুড়ের চেহারাটাই আমার বরদাস্ত হয় না পাখি, না জানোয়ার, তার উপরে ওই যে মাথা নীচু করে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়িয়ে ঝুলে থাকা, এইসব মিলিয়ে মনে হয় বাদুড় জীবটার অস্তিত্ব না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল।

কলকাতায় আমার ঘরে চামচিকে এতবার ঢুকেছে যে, আমার তো এক-এক সময় মনে হয়েছে আমার উপর বুঝি জানোয়ারটার একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে! কিন্তু তাই বলে এটা ভাবতে পারিনি যে, সিউড়িতে এসে আমার বাসস্থানটিতে ঢুকে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়েই দেখব সেখানেও একটি বাদুড় ঝোলায়মান। এ যে রীতিমতো বাড়াবাড়ি। ওটিকে বিদেয় না করতে পারলে তো আমার এ ঘরে থাকা চলবে না!

এই বাড়িটার খোঁজ পাই আমার বাবার বন্ধু তিনকড়িকাকার কাছ থেকে। এককালে ইনি সিউড়িতে ডাক্তারি করতেন। এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছেন। বলা বাহুল্য, সিউড়িতে এর অনেক জানাশোনা আছে। তাই আমার যখন

তারা এসেছিল, তারা আসছে, তারা আসবে...

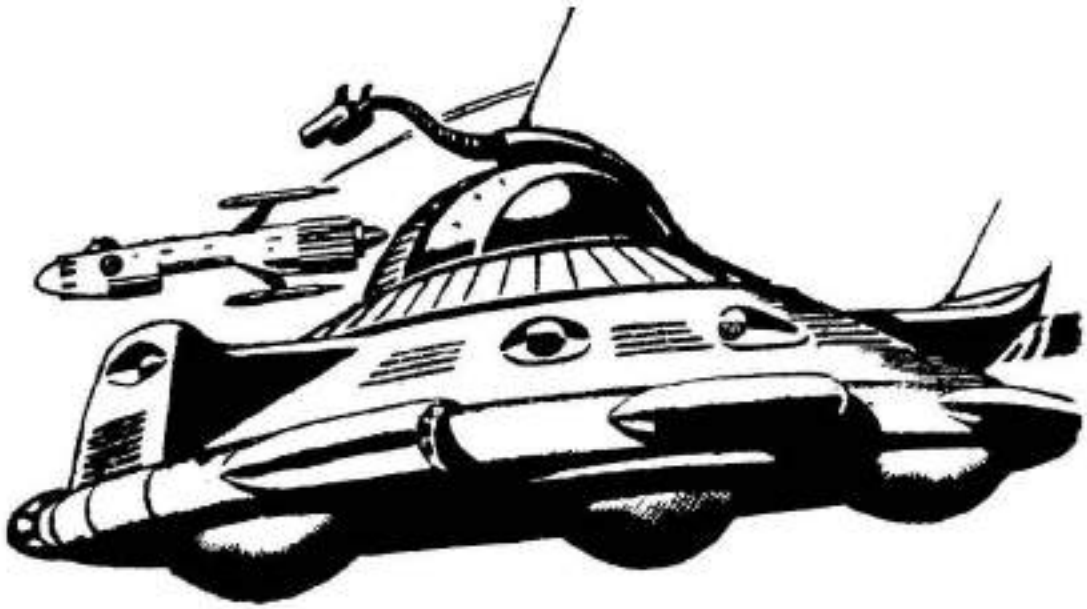

পুষ্পক রথের দেশে

অদ্রীশ বর্ধন

কাহিনিটা লিখব কিনা, এই নিয়ে বড়ো দোটানায় পড়েছি। বলাবাহুল্য এ কাহিনিও প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। তার সব কাহিনির মতো এ কাহিনিও শুধু উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব হলে ল্যাটা চুকে যেত। কিন্তু ঠিক এ ধরনের ভয়ংকর সম্ভাবনাময় রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে এর আগে কখনও আমি জড়িয়ে পড়িনি। ক-দিন ধরেই ভাবছি, লিখে ভুল করব না তো?

শেষমেশ মনকে বুঝিয়েছি, যা ঘটতে চলেছে, এবং যা ঘটবেই, তা রোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর মানুষের নেই। সুতরাং আগে-ভাগে তা জেনে রাখলে ক্ষতি কী? হয়তো উৎকণ্ঠা বাড়বে, উদ্বেগে ঘুম হবে না, আতঙ্কে আঁতকে উঠতে হবে দূর আকাশে ঈষৎ ছায়া দেখলেও।

তবুও জেনে রাখা ভালো, তারা এসেছিল, তারা আসছে, তারা আসবে...।

গত শীতে শুরু আশ্চর্য এই উপাখ্যানের। 'কাঁকড়া কারখানার দ্বীপে' সেই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টটা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই প্রফেসর গুম হয়ে

মাছেরাও যে ভুল করেনি,
বৈজ্ঞানিকেরা সেই ভুল
করে বসলেন!

ভুল

সমরজিৎ কর

শুনুন তা হলে। এ কাহিনির সবটুকু হয়তো আমি গুছিয়ে বলতে পারব না। খানিকটা ব্যক্তিগত কারণে। এবং কিছুটা কয়েকজন মানুষের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। তবে যেটুকু বলব, আমার বিশ্বাস, তা থেকে আমার মূল বক্তব্যটি আপনারা বুঝে নিতে পারবেন। তারপর যে কোনো সিদ্ধান্ত আপনারা করতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। যদি মনে করেন, একটা মাছের যা বুদ্ধি, মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে উঠেও ততটুকু বুদ্ধি ধরতে পারেনি, আমি তার বিরোধিতা করব না। কারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি, যত হামবড়ায় আমরা করি না কেন, প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক কিছুই এখনও শেখার আছে। বরং বলব, এ ব্যাপারে এখনও আমরা শিশু। কারণ বায়ার্ডে সেদিন যা ঘটেছিল সেটা নেহাতই তাৎক্ষণিক ঘটনা। আর যে ঘটনা তাৎক্ষণিক তা নিয়ে নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতার প্রশ্ন ওঠে না

যা বলছিলাম। গত বছর মে মাসে দক্ষিণ মেরুর বায়ার্ড অঞ্চলের সেই ঘূর্ণিঝড় যেন এক বিভীষিকা। আপনারা যাঁরা মাটির পৃথিবীতে বাস করেন, বায়ার্ডের এই অঞ্চলটি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। বরফ, শুধু বরফ। যে দিকে দৃষ্টি